Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাইফুন্নাহার খাদিজা

রোলঃ 216020064

২৯ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাইফুন্নাহার খাদিজা

রোলঃ 216020064

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাইফুন্নাহার খাদিজা, আইডিঃ 216020064 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের “মাও: জিল্লুর রহমান” উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৯ মে, ২০২৪ ইং

সাইফুন্নাহার খাদিজা

আইডিঃ 216020064

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

সালাতের পরিচয় 7

কিভাবে এলো সালাত: 7

সালাতের প্রকারভেদ 14

নামাজ ফরজ হওয়ার শর্ত তিনটি। যথা: 15

ফরজ নামাজের ওয়াক্ত সমুহ, প্রয়োজনীয় মাসায়েল ও ফযিলত- 16

ফজরের নামাজ ভোর হওয়ার পর পড়া মুস্তাহাব। 16

•যোহরের ওয়াক্ত 18

•আসরের ওয়াক্ত 19

মাগরিবের ওয়াক্ত 21

এশার ওয়াক্ত 22

নামাযের প্রস্তুতি 24

*অজুর সুন্নাহ ১১টি: 25

*অজুর আদব: 26

* যেসব কারণে অজু নষ্ট হয় : 26

*কখন অজু ফরজ হয়- 27

*কখন অজু মুস্তাহাব- 27

*গোসলের ৩টি ফরজ: 27

*আজানের পর দোয়া কবুল হয়। 29

আরকানুস সালাহ বা নামাজের রোকন সমূহ 29

নামাযের আহকাম ও আরকান: 30

নামাযের আহকাম: নামাযের পূর্বে করণীয় কাজ সমূহকে নামাযের আহকাম বলে।
নামাযের আহকাম গুলো হলো-..30

নামাযের সুন্নাহসমূহ: 32

নামাজের মুস্তাহাব সমূহ :..33

নামাজ ভঙ্গকারী বিষয় সমূহ..33

যেসব কারণে নামাজ নষ্ট হয় না :..35

নামাজ মাকরুহ হওয়ার কারণ সমূহ..35

যেসব ক্ষেত্রে নামাজ ছেড়ে দেয়া ওয়াজিব/ জায়েজ: 36

যেভাবে নামাজ পড়তে হয়:..36

বিতর নামাযের পরিচয়: 39

বিতর নামাযের বিবিধ মাসায়েল: 40

জুম'আর নামাজ 41

বিভিন্ন প্রকার সুন্নত/ নফল নামাজ এবং ফজিলত ও বিবিধ আলোচনা........................43

তাহাজ্জুদ সম্পর্কিত কতিপয় হাদীস 46

ইস্তেখারার নামাজ:..48

তাওবার নামাজ:..49

নামাযের গুরুত্ব ও ফজিলত :...49

পরিশিষ্ট :...60

ভূমিকা

حمدالله وصلاة وسلاماعلى سيدنا محمد بن عبد الله................

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম পেশ করছি প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামের প্রতি। আল্লাহ তাআলার কাছে অসংখ্য অগণিত শুকরিয়া যে আল্লাহ তায়ালা আমাকে IOM এর মাধ্যমে নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কিত করার তৌফিক দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

উক্ত থিসিসে যা কিছু উত্তম সব আল্লাহর তরফ থেকে, আর যা ভুল ভ্রান্তি হয়েছে তার সব আমার তরফ থেকে। আল্লাহ যেন সমস্ত ভুল ত্রুটি মার্জনা করে দেন এবং উস্তাদদের আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম প্রতিদান দান করেন।

ইসলামের ৫ টি স্তম্ভ আছে। যথা- আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল-এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা, সালাত আদায় করা, সাওম পালন করা, যাকাত আদায় করা এবং হজ সম্পাদন করা। এই ৫টির মধ্যে সালাতের স্থান ঈমানের পর পরই। সালাত ইসলামের অন্যতম রুকন। মিরাজের রাতে আল্লাহ তা'য়ালা সকল মুমিন মুসলমানদের উপর সালাত ফরজ করেছেন।

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتۡ عَلَى الۡمُؤۡمِنِيۡنَ كِتٰبًا مَّوۡقُوۡتًا

নিশ্চয়ই সালাত মুসলিমদের এক অবশ্য পালনীয় কাজ নির্ধারিত সময়ে।(সুরাহ নিসা :১০৩)

সালাত ব্যতীত কেউ মুমিন হতে পারে না।মূলত সালাত ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী। মহান রব্বের সাথে তার বান্দার সম্পর্ক স্থাপনের সেতুই হচ্ছে সালাত। সালাতের গুরত্ব এতটাই যে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ৮২বার এর কথা উল্লেখ করেছেন। কোনো অবস্থাতেই সালাত ছেড়ে দেয়ার অবকাশ নেই।

একজন অসুস্থ, মুসাফির, এমনকি ভয়াবহ ইসলামী যুদ্ধে লিপ্ত মুজাহিদের জন্যও নামাজ ছেড়ে দেওয়ার কোনো অবকাশ নেই। সালাত মহান রব্বুল আলামিনের নৈকট্য লাভ করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ।

সালাতের পরিচয়

সালাত আরবি শব্দ। এর ফারসি প্রতিশব্দ হলো নামাজ। নামাজ অর্থ ক্ষমা, রহমত, দয়া প্রার্থনা করা । নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আল্লাহর জন্য নির্দেশিত পদ্ধতিতে ইবাদতের নামেই সালাত।

সালাতের অন্য একটি অর্থ সংযোগ স্থাপন। সালাতের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর সাথে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করে । আল্লাহর সাথে কোন মাধ্যম ছাড়াই সংযোগ স্থাপনের মাধ্যম হচ্ছে নামায। ঈমানের পর সালাত বা নামাযই হলো সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। রাসুলুল্লাহ সাঃ এর সময়ে কেউ ইসলাম গ্রহন করলে তাকে সর্বপ্রথম সালাত শিক্ষা দেয়া হতো।

ঈমান অর্থ বিশ্বাস। ঈমানের বিপরীত কুফর(অবিশ্বাস)। নামায ঈমান ও কুফরের মাঝে পার্থক্যকারী। একজন কাফিরের সাথে একজন মুসলিমের পার্থক্য নির্ধারণ করে দেয় নামায। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের সবথেকে উত্তম পন্থা হলো নামাজ। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক যতো ভালো থাকবে, বান্দা দুনিয়া ও আখিরাতে ততোই স্বস্তিতে থাকবে। নবী রাসুলগণ থেকে শুরু করে যতো তাবে তাবেঈন সালফে সালেহীন দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন সবারই আল্লাহর সাথে ছিলো উত্তম সম্পর্ক। সবাই এই সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সালাতের প্রতি পূর্ণ মনোযোগী ছিলেন। সালাতের মাধ্যমেই তারা আল্লাহর সান্নিধ্য পেয়েছেন। সালাতের বদৌলতেই পেয়েছেন আল্লাহর অলৌকিক সাহায্য।

কিভাবে এলো সালাত:

রাসুলুল্লাহ (সা) আল্লাহ'র দাওয়াতে সাড়া দিয়ে ২৭ রজব মিরাজে গমন করেন এবং মহান রব্বের বরকতময় সাক্ষাৎ লাভ করেন। উম্মাতে মুহাম্মদীর জন্য মহান আল্লাহ

৫০ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেন যা পরবর্তীতে কমতে কমতে ৫ ওয়াক্তে এসে ঠেকে। কিন্তু আল্লাহ তার অসীম দয়ায় ৫ ওয়াক্ত নামায আদায়কারীকে ৫০ ওয়াক্ত নামায আদায়ের সমপরিমাণ নেকী দিবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। সালাত ফরজ হওয়া সম্পর্কিত হাদীস→

কুতায়বা (রহঃ) ... আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ এক ব্যাক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্ তা’আলা তাঁর বান্দাদের উপর কত ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন? তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। সে ব্যাক্তি জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এগুলোর আগে ও পরে আরো কিছু (করণীয়) আছে কি? তিনি বললেন, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। তারপর সে ব্যাক্তি শপথ করে বলল যে, সে এগুলোর চেয়ে অতিরিক্ত কিছু করবে না এবং কমও করবে না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ সে যদি সত্যবাদী হয় তাহলে অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمِ افْتَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ قَالَ " افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ خَمْسًا " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ قَبْلَهُنَّ أَوْ بَعْدَهُنَّ شَيْئًا قَالَ " افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ خَمْسًا " . فَحَلَفَ الرَّجُلُ لاَ يَزِيدُ عَلَيْهِ شَيْئًا وَلاَ يَنْقُصُ مِنْهُ شَيْئًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ " .

اخبرنا قتيبة قال حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن انس قال سال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم افترض الله عز وجل على عباده من الصلوات قال افترض الله على عباده صلوات خمسا قال يا رسول الله هل قبلهن او بعدهن شيىا قال افترض الله على عباده صلوات خمسا فحلف الرجل لا يزيد عليه شيىا ولا ينقص منه شيىا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صدق ليدخلن الجنة

সহিহ, আস সহিহাহ।

হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih)

বর্ণনাকারীঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)

আহমদ ইবনু সুলায়মান (রহঃ) ... আবদুল্লাহ (ইবনু মাসউদ) (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যখন মি'রাজের রাতে ভ্রমন করানো হয়েছিল, তখন তাঁকে সিদরাতুল মুনতাহায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সিদরাতুল মুনতাহা ষষ্ঠ আকাশে অবস্থিত।* তার নীচ থেকে যে সব জিনিস (নেক আমল, আত্মা ইত্যাদি) উর্ধে উঠানো হয় এবং তার উপর হতে আল্লাহ্‌র যেসব নির্দেশ অবতীর্ণ হয়, সবকিছুই এখানে পৌঁছে থেমে যায়। তারপর এখান থেকেই তা গ্রহন করা হয়। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেনঃ

إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى

(যখন বৃক্ষটিকে আচ্ছাদিত করল, যা আচ্ছাদিত করার)। (৫৩: ১৬)

আবদুল্লাহ বলেন তা হল সোনার প্রজাপতি। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তিনটি পুরস্কার দেয়া হয়েছেঃ

(১) পাঁচ ওয়াক্ত সালাত

(২) সূরা বাকারার শেষ কয়েকটি আয়াত এবং

(৩) তাঁর উম্মতের যে ব্যাক্তি আল্লাহ্‌র সাথে কোন শরীক না করে মৃত্যুবরণ করবে, তার মাগফিরাত।

باب فَرْضِ الصَّلاَةِ وَذِكْرِ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِينَ فِي إِسْنَادِ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - وَاخْتِلاَفِ أَلْفَاظِهِمْ فِيهِ

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْتُهِيَ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا عُرِجَ بِهِ مِنْ تَحْتِهَا وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا أُهْبِطَ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا حَتَّى يُقْبَضَ مِنْهَا قَالَ (إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا

يَغْشَى) قَالَ فَرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ فَأُعْطِيَ ثَلاَثًا الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَيُغْفَرُ لِمَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِهِ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا الْمُقْحِمَات. ُ

اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة بن مصرف عن مرة عن عبد الله قال لما اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به الى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة واليها ينتهي ما عرج به من تحتها واليها ينتهي ما اهبط به من فوقها حتى يقبض منها قال اذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب فاعطي ثلاثا الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة ويغفر لمن مات من امته لا يشرك بالله شيبا المقحمات

* সিদ্‌রা বলতে যে বৃক্ষ বুঝানো হয়েছে তার মূল ষষ্ঠ আসমানে এবং শীর্ষভাগ সপ্তম আসমানে। এই নিরিখে আলোচ্য হাদীসটি এবং আনাস (রাঃ)-এর হাদীসের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

--

সহিহ, তিরমিজি হাঃ ৩৫০৭, মুসলিম (ইসলামিক সেন্টার) হাঃ ৩৩৯

হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih)

বর্ণনাকারীঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ)

পবিত্র কুরআনে সালাতের নির্দেশ→

هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ٢ َ

ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْـَٔاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ٣ َ

মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও সুসংবাদ. যারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়। আর তারাই আখিরাতের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে।

সুরাহ নামল আয়াত ২-৩

সুরাহ নামলে আল্লাহ তায়ালা বলছেন মুমিন তারাই যারা নামায আদায় করে, যাকাত দেয় এবং আখিরাতে বিশ্বাস করে। অর্থাৎ যে সালাত আদায় করে না, যাকাত প্রদান

করে না এবং আখিরাতে বিশ্বাস রাখে না সে মুমিন হতে পারে না। আর যে মুমিন না তার জন্য কেবলই দুঃসংবাদ।

নুর ২৪:৫৬

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তার রহমত, দয়া পাবার নিমিত্তে সালাত আদায় ও তার প্রিয় রাসুল(সা) এর অনুসরনের তাগীদ দিচ্ছেন। আল্লাহর অনুগ্রহ, দয়া ছাড়া আমরা মানবজাতি উভয় জাহানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবো। আর আল্লাহ'র অনুগ্রহ প্রাপ্তির একমাত্র এবং সবথেকে উত্তম পন্থা হচ্ছে নামাজ।

হুদ ১১:১১৪

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ ﴿١١٤﴾

আর দিনের দুই প্রান্তেই নামায ঠিক রাখবে, এবং রাতের প্রান্তভাগে পূর্ণ কাজ অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়, যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটি এক মহা স্মারক।

রা'দ ১৩:২২

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَـٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٢﴾

এবং যারা স্বীয় পালনকর্তার সন্তুষ্টির জন্যে সবর করে, নামায প্রতিষ্টা করে আর আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্য ব্যয় করে এবং যারা মন্দের বিপরীতে ভাল করে, তাদের জন্যে রয়েছে পরকালের গৃহ। বাকারা ২:২৭৭

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿﴾

নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সৎকাজ করেছে, নামায প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং যাকাত দান করেছে, তাদের জন্যে তাদের পুরষ্কার তাদের পালনকর্তার কছে রয়েছে। তাদের কোন শঙ্কা নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।

মায়িদা ৫:৫৫

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿﴾

তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ তাঁর রসূল এবং মুমিনবৃন্দ-যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং বিনম্র। আনআ'ম ৬:১৬২

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿﴾

আপনি বলুনঃ আমার নামায, আমার কোরবাণী এবং আমার জীবন ও মরন বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে। আনফাল ৮:৩

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿﴾

সে সমস্ত লোক যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে রুযী দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। আনফাল ৮:৪

أُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿﴾

তারাই হল সত্যিকার ঈমানদার! তাদের জন্য রয়েছে স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিকট মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক রুযী। তাওবা ৯:১১

فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿﴾

অবশ্য তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে আর যাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই। আর আমি বিধানসমূহে জ্ঞানী লোকদের জন্যে সর্বস্তরে র্বণনা করে থাকি। আনআ'ম ৬:১৬২

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ◌َ

আপনি বলুনঃ আমার নামায, আমার কোরবাণী এবং আমার জীবন ও মরন বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে। তাওবা ৯:১১২

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ◌َ

তারা তওবাকারী, এবাদতকারী, শোকরগোযার, (দুনিয়ার সাথে) সম্পর্কচ্ছেদকারী, রুকু ও সিজদা আদায়কারী, সৎকাজের আদেশ দানকারী ও মন্দ কাজ থেকে নিবৃতকারী এবং আল্লাহর দেওয়া সীমাসমূহের হেফাযতকারী। বস্তুতঃ সুসংবাদ দাও ঈমানদারদেরকে। হিজর ১৫:৯৮

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ◌َ

অতএব আপনি পালনকর্তার সৌন্দর্য স্মরণ করুন এবং সেজদাকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যান। মারইয়াম ১৯:৩১

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে। নুর ২৪:৫৬

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ◌َ

নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও। বাইয়িনা ৯৮:৫

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝

তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদত করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই সঠিক ধর্ম।

সালাতের প্রকারভেদ

সালাত ২প্রকার:

১.রুকু সিজদা বিশিষ্ট সালাত

২. রুকু সিজদাবিহীন সালাত।

•রুকু সিজদা বিশিষ্ট নামাজ ৩প্রকার।

→ফরজ, ওয়াজিব, নফল নামাজ।

•রুকু সিজদা বিহীন নামাজ- জানাযার নামাজ।

ফরজ নামায:আল্লাহ্ তায়ালা প্রতিটা মুসলিমের উপর প্রতিদিন ৫ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। প্রতিদিন ১৭রাকাত নামাজ আল্লাহ ফরজ করেছেন।ফজরের ২রাকাত, যোহরের ৪রাকাত, আসরের ৪রাকাত, মাগরিবের ৩রাকাত, এশারের ৪রাকাত ফরজ।

ওয়াজিব নামায: ওয়াজিব নামাযের গুরুত্ব ফরজ নামাযের পরই আসে। ফরজ ছেড়ে দিলে গুনাহ হয়, ওয়াজিব ছেড়ে দিলেও গুনাহগার হতে হবে। ওয়াজিব সালাতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে: বিতরের ৩রাকাত, দুই ঈদের নামাজ, নষ্ট হয়ে গেছে এমন নামাজের কাযা।

সুন্নত নামায: যে সব নামাজ রাসুলুল্লাহ সাঃ পড়তেন এমন সব নামায এর অন্তর্ভুক্ত। সুন্নত নামায ২প্রকার: সুন্নতে মুয়াক্কাদা, সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদা।

সুন্নতে মুয়াক্কাদা সেসব নামায যেগুলো নবীজী (সা) হরহামেশাই আদায় করেছেন। বিনা ওজরে ছেড়ে দিলে ফাসেক বা গুনাহগার হতে হবে। সুন্নতে মুয়াক্কাদার নামায গুলো মূলত ফরজ নামাযের আগে আদায় করতে হয়।

সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদা সেসব নামায যা নবীজী (সা) আদায় করেছেন, আবার ছেড়েছেনও।

নফল নামায: নফল নামায গুলো বান্দার সাথে আল্লাহর বন্ডিং শক্তিশালী করে। বান্দার মর্যাদা উন্নীত করে। নফল নামাযের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে ইশরাকের নামায, দোহার নামায, তাহাজ্জুদের নামায, আওয়াবীনের নামায ইত্যাদি। দিনের নফল নামায থেকে রাতের নফল নামায বেশি উত্তম। বেশি বেশি রাকাত নামায থেকে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, লম্বা কেরাতে নামায পড়া উত্তম।

মুস্তাহাব নামাজ : ওই সব নামাযকে বলে যা আদায় করলে নেকী পাওয়া যাবে, ছেড়ে দিলে গুনাহ নেই। যেমন- মাসজিদে প্রবেশ করে ২রাকাত নামায, অযুর পর ২রাকাত, ইস্তেখারার ২রাকাত,সালাতুল হাজত(প্রয়োজন পূরনের নামায) ইত্যাদি।

নামাজ ফরজ হওয়ার শর্ত

নামাজ ফরজ হওয়ার শর্ত তিনটি। যথা:

১.মুসলিম হওয়া,

২.সাবালেগ হওয়া

৩. সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হওয়া।

ফরজ নামাজের ওয়াক্ত সমুহ, প্রয়োজনীয় মাসায়েল ও ফযিলত-

•ফজরের ওয়াক্ত : সুবহে সাদিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত।

★★★ফজরের নামাজ সম্পর্কিত মাসায়েল ও হাদিস :

ফজরের নামাজ ভোর হওয়ার পর পড়া মুস্তাহাব।

হাদিসে এসেছে- ১. হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামাজ পড়তেন। অতঃপর মহিলারা তাদের চাদর জড়িয়েই নিজ নিজ বাসায় ফিরে যেতেন। কিন্তু অন্ধকারের জন্য তাদেরকে চেনা যেত না।' (বুখারি, মুসলিম, মিশকাত)

২. হজরত আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামাজ পড়লেন, যখন কেউ তার পাশ্ববর্তী সঙ্গীর চেহারা চিনতে পারত না অথবা তার পাশে কে রয়েছে তা জানতে পারত না।' (আবূ দাউদ)

৩. হজরত আবু মাসউদ আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তিনি (রাসুলুল্লাহ) একবার ফজরের নামাজ অন্ধকারে (খুব ভোরে) পড়লেন। অতঃপর দ্বিতীয় বার ফর্সা করে পড়লেন। এরপর তাঁর ফজরের নামাজ অন্ধকারেই হত। আর তাঁর ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত কোনো দিন পুনরায় (ফজরের নামাজ) ফর্সা করে পড়েননি।' (আবু দাউদ)

ফজরের নামাযের ফজিলত:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, “যে ব্যক্তি এশার সালাত জামা‘আতে আদায় করল, সে যেন রাত্রির অর্ধাংশ ইবাদতে লিপ্ত থাকল এবং যে ফজর সালাত জামা‘আতে আদায় করল সে যেন পূর্ণ রাত্রি সালাত আদায় করল।” (সহীহ মুসলিম) এবং তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করল সে আল্লাহর জিম্মার অন্তর্ভুক্ত হল।” (সহীহ মুসলিম)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, “ফজরের (সুন্নাত) দু’রাকাত সালাত দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা অপেক্ষা উত্তম।” (সহীহ মুসলিম)।

রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘মুনাফিকদের জন্য ফজর ও এশার নামাজের চেয়ে অধিক ভারী কোনো নামাজ নেই। এ দুই নামাজের ফজিলত যদি তারা জানত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা উপস্থিত হতো।’ (বুখারি, হাদিস : ৬৫৭)। ফজরের নামায মুনাফিকী থেকে বাচায়।

কুরআনে এসেছে- বানি-ইসরাঈল ১৭:৭৮

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

আপনি নামাজ কায়েম করুন সূর্য হেলে পড়ার সময় থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত এবং ফজরের নামাজে কুরআন তিলাওয়াত করুন। নিশ্চয়ই ফজরের পাঠে ফেরেশতাদের সমাবেশ ঘটে।

•যোহরের ওয়াক্ত

সূর্য মধ্য গগন থেকে হেলে যাওয়ার পর থেকে যোহরের ওয়াক্ত আরম্ভ হয় এবং মধ্যাহ্ন ছায়া ব্যতীত প্রতিটি জিনিসের ছায়া তার দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত ওয়াক্ত বাকি থাকে।

★★★যোহর নামাজ সম্পর্কিত মাসায়েল ও হাদিস :

গ্রীষ্মকালে যোহর নামাজ দেরিতে পড়া মুস্তাহাব। শীতকালে যোহর নামাজ তাড়াতাড়ি পড়া মুস্তাহাব। এই সম্পর্কে হাদিসে এসেছে উবায়দুল্লাহ ইবনু সাঈদ (রহঃ) ... খালিদ ইবনু দ্বীনার খালদাহ্ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গরমের সময় (যোহরের সালাত) বিলম্বে এবং ঠাণ্ডার সময় তাড়াতাড়ি আদায় করতেন।

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ دِينَارٍ أَبُو خَلْدَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلاَةِ وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ. َ

اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا ابو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا خالد بن دينار ابو خلدة قال سمعت انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الحر ابرد بالصلاة واذا كان البرد عجل

সহিহ, বুখারি হাঃ ৯০৬

হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih)

কাসীর ইবনু উবায়দ (রহঃ) ... যুহরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আনাস (রাঃ) আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা সূর্য ঢলে পড়লে বের হন এবং তাঁদের নিয়ে যোহরের সালাত আদায় করেন।

أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى بِهِمْ صَلاَةَ الظُّهْرِ

اخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال اخبرني انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى بهم صلاة الظهر

সহিহ, বুখারি হাঃ ৫৪০

হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih)

বর্ণনাকারীঃ ইবনু শিহাব আয-যুহরী (রহঃ)

যোহর নামাজের ফজিলত

রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি যোহরের আগে চার রাক‘আত এবং পরে চার রাক‘আত আদায় করবে, আল্লাহ তা‘আলা তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিবেন *(নাসাঈ হা/১৮১৭; তিরমিযী হা/৪২৮; মিশকাত হা/১১৬৭; ছহীহুল জামে‘ হা/৬১৯৫)*।

•আসরের ওয়াক্ত

যোহরের ওয়াক্ত শেষ হওয়া থেকে সূর্য ডোবা পর্যন্ত।

★★★আসরের নামাজ সম্পর্কিত মাসায়েল

সূর্যের গোলক বিবর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত আসরের নামাজ করা মুস্তাহাব। ইসহাক ইবনু ইবরাহিম (রহঃ) ... আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে আসরের সালাত আদায় করতেন যখন সুর্য উর্ধাকাশে করোজ্জ্বল থাকত।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ أَبِي الأَبْيَضِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِنَا الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُحَلِّقَةٌ.

اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا جرير عن منصور عن ربعي بن حراش عن ابي الابيض عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا العصر والشمس بيضاء محلقة

হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih)

বর্ণনাকারীঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)

আসরের নামাযের ফজিলত

আসর এর বিশেষ ফজিলত রয়েছে। একে মধ্যবর্তী নামাজ বলে অবহিত করা হয়। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, যে ব্যক্তি এই নামাজ হারালো, সে যেন সব কিছু হারালো। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তির আসরের নামাজ ছুটে যায়, তাহলে যেন তার পরিবার-পরিজন ও মাল-সম্পদ সব কিছুই ধ্বংস হয়ে গেল। (বুখারি, হাদিস : ৫৫২)
অন্য হাদিসে আল্লাহর রাসুল (সা.) এই নামাজের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আসরের নামাজ ছেড়ে দেয় তার আমল বিনষ্ট হয়ে যায়।' (বুখারি, হাদিস :৫৫৩)

এ নামাজের অনেক ফজিলত ও পুরস্কার রয়েছে। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, ফেরেশতারা পালা বদল করে তোমাদের মাঝে আগমন করেন; এক দল দিনে, এক দল রাতে। আসর ও ফজরের নামাজে উভয় দল একত্র হয়। অতঃপর তোমাদের মাঝে রাত যাপনকারী দলটি উঠে যায়। তখন তাদের প্রতিপালক তাদের জিজ্ঞেস করেন, আমার বান্দাদের কোন অবস্থায় রেখে এলে? অবশ্য তিনি নিজেই তাদের ব্যাপারে সর্বাধিক অবগত। উত্তরে তারা বলে, আমরা তাদের নামাজে রেখে এসেছি আর আমরা যখন তাদের কাছে গিয়েছিলাম তখনও তারা নামাজ আদায়রত অবস্থায় ছিল। (বুখারি, হাদিস : ৫৫৫)।

আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দুই ঠাণ্ডা সময়ের সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) (অর্থাৎ- ফাজর ও ’আসর) আদায় করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (বুখারী ও মুসলিম)[1]

بَابُ فَضَائِلِ الصَّلَاةِ

وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم: «من صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ»

وعن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة

[1] সহীহ : বুখারী ৫৭৪, মুসলিম ৬৩৫, আহমাদ ১৬৭৩০, দারেমী ১৪৬৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৮৫, সহীহ আল জামি‘ ৬৩৩৭।

হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih)

মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

মাগরিবের ওয়াক্ত

সূর্যাস্তের পর থেকে দিগন্ত লালিমা অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত।

★★★মাগরিব নামাজ সম্পর্কিত মাসায়েল

মাগরিব নামাজ তাড়াতাড়ি পড়া মুস্তাহাব। আবূ বিশর (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাসসান ইবনু বিলাল (রাঃ)-কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহচরদের মধ্য থেকে আসলাম গোত্রের জনৈক ব্যাক্তি থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীগণ তাঁর সঙ্গে মাগরিবের সালাত আদায় করতেন। তারপর মদিনার প্রান্তরে নিজ নিজ পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে যেতেন। এমতবস্থায় তারা তীর নিক্ষেপ করতেন এবং তারা তীর পতনের স্থান দেখতে পেতেন। (অর্থাত রাত্র অন্ধকার হওয়ার পূর্বেই মাগরিবের সালাত আদায় করতেন)।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ حَسَّانَ بْنَ بِلَالٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ

مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَرْجِعُونَ إِلَى أَهَالِيهِمْ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَرْمُونَ وَيُبْصِرُونَ مَوَاقِعَ سِهَامِهِم. ْ

اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن ابي بشر قال سمعت حسان بن بلال عن رجل من اسلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يصلون مع نبي الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجعون الى اهاليهم الى اقصى المدينة يرمون ويبصرون مواقع سهامهم

সহিহ, বুখারি হাঃ রাফি ইবনু খাদীজ হতে হাঃ ৫৫৯, মুসলিম (ইসলামিক সেন্টার) হাঃ ১৩২৬

হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih)

বর্ণনাকারীঃ আবু বিশর (রহঃ)

মাগরিব নামাযের ফজিলত

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত- নবীজি (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি সকাল এবং সন্ধ্যায় নামাজ আদায় করতে মসজিদে যায় এবং যতবার যায় আল্লাহ তায়ালা ততবারই তার জন্য জান্নাতের মধ্যে মেহমানদারির উপকরণ প্রস্তুত করেন।’ (বুখারি, হাদিস : ৬২২)।

মাগরিবের নামাজের পর দুই রাকাত নামাজ পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। এর ফজিলত প্রসঙ্গে রাসুল (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি গুরুত্বের সঙ্গে মাগরিবের পরের দুই রাকাত সুন্নত নামাজ আদায় করেন, তাঁর জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হয়।’ (তিরমিজি)

এশার ওয়াক্ত

দিগন্ত লালিমা অদৃশ্য হওয়ার পর থেকে ওয়াক্ত শুরু হয়ে সুবহে সাদিক পর্যন্ত।

★★★এশার নামাজ সম্পর্কিত মাসায়েল ও হাদিস

এশার নামাজ রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করা মুস্তাহাব। শেষ রাতে জাগার ব্যাপারে নিজের উপর যদি আত্মবিশ্বাস থাকে তবে এশারের বিতর নামায শেষ রাত অব্দি বিলম্ব করা মুস্তাহাব। উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাতে ইশার সালাত এত দেরি করে আদায় করলেন যে, রাতের অনেক অংশ চলে গেছে, আর মসজিদে মুসল্লীগণ ঘুমিয়ে পড়েছে। এরপর তিনি বের হয়ে সালাত আদায় করলেন এবং বললেনঃ যদি আমার উম্মতের পক্ষে কষ্টকর হবে বলে মনে না করতাম, তবে এটাই তার মুস্তাহাব ওয়াক্ত ছিলো।

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَأَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ أَعْتَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى وَقَالَ " إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي " .

اخبرني ابراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج ح واخبرني يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرني المغيرة بن حكيم عن ام كلثوم ابنة ابي بكر انها اخبرته عن عائشة ام المومنين قالت اعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام اهل المسجد ثم خرج فصلى وقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي

সহিহ, মুসলিম (ইসলামিক সেন্টার) হাঃ ১৩৩০

হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih)

বর্ণনাকারীঃ আয়িশা বিনত আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ)

এশার নামাযের ফজিলত

রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘মুনাফিকদের জন্য ফজর ও এশার নামাজের চেয়ে অধিক ভারী কোনো নামাজ নেই। এ দুই নামাজের ফজিলত যদি তারা জানত, তাহলে

হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা উপস্থিত হতো।' (বুখারি, হাদিস : ৬৫৭) অর্থাৎ এশার নামায আদায়ের দ্বারা একজম মুসলিম মুনাফিকের কাতার থেকে রক্ষা পায়। এই নামাযের ফজিলত নিয়ে রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন- 'যে ব্যক্তি এশা ও ফজর জামাতের সঙ্গে পড়ল, সে যেন সারা রাত দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ল।' (মুসলিম, হাদিস: ৬৫৬।

নামাযের প্রস্তুতি

নামায আদায়ের পূর্বশর্ত হচ্ছে তাহারাত বা পবিত্রতা। অপবিত্র অবস্থায় নামাজ হয় না। ওজু, তায়াম্মুম এবং গোসলের মাধ্যমে পবিত্র হওয়া যায়। কেউ যদি জুনুবী হালাতে থাকে অর্থাৎ তার উপর গোসল ফরজ, তবে শুধু ওজু করাই যথেষ্ট নয়। গোসল ব্যতীত উক্ত ব্যক্তির নামায হবে না। গোসল ফরজ না হলে অজু করে পবিত্র হওয়াই যথেষ্ট। আর যদি অজু গোসলের জন্য পানি পাওয়া না যায় তবে তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করতে হবে।

যখন নামাযের সময় হবে তখন ওজু করে পবিত্র হতে হবে। মনে মনে এইধারণা রাখা চাই যে আমি বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের দরবারে হাজির হতে যাচ্ছি। নামাজ শুরুর আগে অজু করা প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেন-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ؕ

হে মুমিনগণ তোমরা যখন নামাযের জন্য উঠ তখন প্রথমে নিজেদের মুখমন্ডলকে এবং কনুই পর্যন্ত নিজেদের হাতসমূহকে ধৌত করো এবং নিজেদের মস্তকসমূহ কে মাসাহ করো এবং টাখনু পর্যন্ত নিজেদের পা সমূহ ধৌত করো। (মায়িদা-৬)

ওজুরও বিশেষ ফাজায়েল আছে। হাদিসে এসেছে -

إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ

مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاء أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ

অজুর সময় যে অঙ্গগুলো ধৌত করা হয়, সে অঙ্গগুলো থেকে হয়ে যাওয়া গোনাহ ওজুর পানি দ্বারা বের হয়ে যায়। ওজুর পানি দ্বারা গোনাহের ছাপ-চিহ্নও ধুয়েমুছে পরিষ্কার হয়ে যায়। সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৪৪

অজুতে ৪টি ফরজ রয়েছে: মুখমণ্ডল ধোয়া, ২হাত কনুইসহ ধোয়া, মাথা ৪ভাগের ১ভাগ মাসেহ করা, ২পা টাখনুসহ ধোয়া।

*অজুর সুন্নাহ ১১টি:

•নিয়ত করা,

•বিসমিল্লাহ বলে অজু শুরু করা,

• মিসওয়াক করা। মিসওয়াক একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত ইবাদত। আয়েশা রা থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন- মিসওয়াক করে দুই রাকাত নামায পড়া, মেসওয়াক ব্যতীত সত্তর রাকাত পড়া থেকে উত্তম(বাযবার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

অন্যত্র তিনি আরও বর্ণনা করেন রাসুলুল্লাহ সাঃ দিনে বা রাতে যখনই ঘুম থেকে উঠতেন তখনই অজু করার পূর্বে অবশ্যই মিসওয়াক করতেন(আবু দাউদ)

• কব্জি পর্যন্ত ২হাত তিনবার ধোয়া, তিনবার কুলি করা, পানি দিয়ে তিনবার নাক সাফ করা,

•প্রতিটি অঙ্গ তিনবার ধোয়া। এই প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসুল (সা) এরশাদ করেন- যে ব্যাক্তি অজুর মধ্যে প্রত্যেক অঙ্গ একবার করে ধৌত করে তা ফরজ পর্যায়ে হলো। যে অজুর মধ্যে প্রত্যেক অঙ্গ দুই দুইবার করে ধৌত করে তার দ্বিগুণ সওয়াব হলো। যে

অজুর মধ্যে প্রত্যেক অঙ্গ তিন তিনবার করে ধৌত করে তা আমার ও আমার পূর্বেকার নবীদের অজু হলো(মুসনাদে আহমাদ)

•কান মাসেহ করা,

•হাত ও পা ধোয়ার সময় আগে ডান দিক থেকে ধোয়া,

•সম্পুর্ন মাথা একবার মাসেহ করা,

• অজুর কাজগুলো ধারাবাহিক ভাবে করা।

*অজুর আদব:

উঁচু স্থানে বসে অজু করা যাতে গায়ে বা কাপড়ে ব্যবহৃত পানি না লাগে, কেবলামুখী হয়ে বসা, কারো সাহায্য গ্রহণ না করা, দুনিয়াবি কথা না বলা,অজুর সময় নবীজী সা. থেকে বর্ণিত দোয়া সমূহ পড়া,অন্তরে অজুর নিয়্যাত করা, প্রতিটি অঙ্গ ধোয়ার সময় বিসমিল্লাহ বলা, উভয় কান মাসেহ করার সময় কনিষ্ঠ আঙুল ভিজিয়ে কানে প্রবেশ করানো, ডান হাতে পানি নিয়ে কুলি ও নাকে পানি দেয়া, বাম হাতে নাকের ময়লা পরিষ্কার করা, ওয়াক্ত শুরুর আগেই অজু করা।

* যেসব কারণে অজু নষ্ট হয় :

•পেশাব/ পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু বের হওয়া,

•মুখ ভরে বমি হওয়া

•চিৎ বা কোনো কিছুর সাথে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে যাওয়া

•পাগল, মাতাল, অচেতন হলে

•রক্ত, পুঁজ বা পানি বের হয়ে গড়িয়ে পড়লে

•নামাযে উচ্চস্বরে হাসলে

*কখন অজু ফরজ হয়-

নামাজ আদায়ের জন্য চাই তা ফরজ হোক বা নফল, জানাজার নামাজের জন্য, তিলাওয়াতের সিজদার জন্য,কুরআন স্পর্শ করার জন্য।

*কখন অজু মুস্তাহাব-

যেসব ক্ষেত্রে অজু করা মুস্তাহাব তা হলো- পবিত্র হালাতে ঘুমানোর জন্য, ঘুম থেকে জাগ্রত হবার পর, অজু থাকাকালীন নেকীর জন্য পুনরায় অজু করা, গীবত পরনিন্দা হয়ে যাবার পর, অশ্লীল কবিতা পাঠের পর, মৃত ব্যাক্তিকে গোসল দেয়ার উদ্দেশ্যে, মাইয়্যেতকে বহন করার জন্য, ফরজ গোসলের পূর্বে, দ্বীন চর্চা ও মৌখিক কুরআন তিলাওয়াত করার জন্য, আযান,ইকামত ও খুতবা দেয়ার জন্য,রাসুলুল্লাহ (সা) এর রওজা জিয়ারত ও আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করার জন্য, সাফা মারওয়াতে সাঈ করার জন্য।

*উস্তাদ ক্লাসে বলেছিলেন- গুনাহ মাফের আমল হচ্ছে অজু করা।

কিছু ক্ষেত্রে শুধু অজু করেই তাহারাত অর্জন করা সম্ভব নয়। ব্যাক্তি যদি জুনুবি তথা অপবিত্র শরীরে থাকে তখন কেবল অজু করেই পবিত্র হতে পারবে না। এক্ষেত্রে গোসল করা জরুরি। কেননা পবিত্র না হলে সালাত আদায় করা যাবে না।

৪কারণে গোসল ফরজ হয়-

জানাবাতগ্রস্থ হবার পর। এই সম্পর্কে কুরআনে এসেছে- “ যদি তোমরা জুনুবি হও তবে নিজেদের দেহ গোসলের মাধ্যমে পবিত্র করো(মায়েদা-০৬)।

হায়েজ থেকে পাক হবার পর, নেফাস থেকে পাক হবার পর, মৃত ব্যাক্তিকে গোসল দেবার পর।

*গোসলের ৩টি ফরজ:

কুলি করা, নাকে পানি দেয়া, সমস্ত শরীরে এমনভাবে পানি পৌছানো যেন কোনো অংশই শুকনো না থাকে।

হুজুরে আকরাম (সা) এরশাদ করেন-

প্রতিটি চুলের নিচে নাপাকি আছে। অতএব চুলগুলো ভালো করে ধৌত করো এবং শরীর ভালো করে পরিষ্কার করো। (তিরমিজি -১০৬)

উক্ত ৩টি ফরজ আদায় না হলে ফরজ গোসল হবে না এবং নামাজও হবে না।

তাহারাতের আরেকটি উপায় হচ্ছে তায়াম্মুম করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন- তোমরা পিড়িত হও কিংবা তোমাদের কেউ শৌচ স্থান থেকে আসে, স্ত্রী সহবাস করে কিন্তু পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর। সুতরাং তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পাপ মোচনকারী। (সূরাহ নিসা)

তায়াম্মুমের মাঝে এই উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন - আমাদের কাতারগুলো ফেরেশতাদের কাতারের ন্যায়(সমান) করা হয়েছে, সমস্ত ভূমিকে আমাদের জন্য মসজিদ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, পানির অবর্তমানে মাটিকে আমাদের জন্য পবিত্রকারী সাব্যস্ত করা হয়েছে (মুসলিম)

তায়াম্মুম হলো দ্বারা অর্জিত তাহারা যা নিয়ত সহকারে পবিত্র মাটি দ্বারা মুখমণ্ডল এবং কমিসহ অভয় হাত মাঝে করাকে অন্তর্ভুক্ত করে। তায়াম্মুমের তিন ফরজ।

নিয়ত করা, মুখমণ্ডল মাসেহ করা, ২হাত কনুইসহ মাসেহ করা।

*যেসব কারণে অজু ভঙ্গ হয় তায়াম্মুমও সেই একই কারণে ভঙ্গ হয়।

নামাজের সাথে আযানের সম্পর্ক রয়েছে। আযান অর্থ আহ্বান। প্রতিদিন পাঁচবার মুয়াজ্জিন নামাজের জন্য আযান দেন। আযান শুদ্ধ হওয়ার কিছু শর্ত রয়েছে। ধারাবাহিকতা বজায় রাখা(ধারাবাহিকতা বজায় না থাকলে আযান শুদ্ধ হবে না,ধারাবাহিকতা বজায় রাখা ওয়াজিব) আজানের শব্দগুলো পর পর বলা, সালাতের সময় আজান দেওয়া, এমন সুর গ্রহণ না করা যা শব্দ বা অর্থ বিকৃত করে, উচ্চস্বরে আযান দেওয়া, সুন্নাহ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যা মোতাবেক আযান দেওয়া, এক ব্যক্তির আযান দিতে হবে, দুইজনের আযান শুদ্ধ নয়।

*আজানের পর দোয়া কবুল হয়।

•আজানের বিবিধ সুন্নাহ- যখন কারো কানে আযান পৌঁছাবে নারী বা পুরুষ, পবিত্র বা জুনুবি হোক আজানের জবাব দেওয়া সুন্নাহ, হায়েজগ্রস্থ নারী ব্যাতীত। কোরআন বা জিকির করতে থাকলে তা বন্ধ করে আযানের জবাব দেওয়া সুন্নত।

আরকানুস সালাহ বা নামাজের রোকন সমূহ

নামাজের রোকন পাঁচটি। এর যে কোন একটি ছেড়ে দিলে নামাজ বাতিল হয়ে যায়।

১.দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া : দাঁড়ানো সক্ষমতা থাকলে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে হবে নতুবা নামাজ শুদ্ধ হবে না ফরজ ওয়াজিব নামাজ দাঁড়িয়ে পড়া ফরজ। নফল নামাজে দাঁড়ানো ফরজ নয়, বসেও পড়া যায় তবে নেকী কম পাওয়া যাবে।

২. কেরাত : নামায শুদ্ধ হওয়ার অন্যতম শর্ত হচ্ছে কেরাত শুদ্ধ হওয়া। ফরজ নামাজের প্রথম দুই রাকাতে কেরাত করা ফরজ ওয়াজিব ও নফল নামাযে কেরাত ফরজ।

৩. রুকু করা : নামাজে পিঠ কোমর এবং মাথা সমান্তরাল রাখা। রুকু ছাড়া নামাজ শুদ্ধ হবে না।

৪.সিজদা করা : পূর্ণ সিজদা হয় দুই হাত দুই হাতে দুই পা কপাল এবং নাক ভুমিতে রাখার দ্বারা।

৫. তাশাহহুদ পড়া পরিমাণ শেষ বৈঠক করা : শেষ বৈঠক না হলে সালাত শুদ্ধ হবে না।

নামাযের আহকাম ও আরকান:

নামাযের আরকান- নামাযের আরকান বলতে সে সকল কাজ সমূহ কে বোঝায় যেগুলো নামাযের ভিতরে পালন করা হয়। নামাযের আরকান ৬টি।

১. তাকবীরে তাহরীমা বলা।

২. দাড়িয়ে নামায পড়া।

৩.কেরাত করা।

৪. রুকু করা।

৫.সিজদা করা।

৬. শেষ বৈঠক।

নামাযের আহকাম: নামাযের পূর্বে করণীয় কাজ সমূহকে নামাযের আহকাম বলে। নামাযের আহকাম গুলো হলো-

শরীর পাক, কাপড় পাক, নামাযের জন্য নির্ধারিত স্থান পাক, সতর ঢাকা, কিবলামুখী হওয়া, ওয়াক্ত মতো নামায পড়া, নামাযের নিয়্যাত করা।

- নামাজের ওয়াজিব : ফরজের পরই ওয়াজিবের স্থান।ওয়াজিব অর্থ অবশ্য পালনীয়। ওয়াজিব আদায় করলে নেকী হয়, তরক করলে গুনাহ হবে। ভুলবশত নামাযে ওয়াজিব ছুটে গেলে সাহু সিজদা দিতে হবে, ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দিলে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। নামাযের ওয়াজিবগুলো হচ্ছে -

১.সূরাহ ফাতিহা পড়া।

২. সূরাহ ফাতিহার সাথে অন্য সূরাহ মিলানো।

৩. ধীর স্থিরতার সাথে রুকু সিজদা আদায় করা।

৪.রুকু হতে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

৫.দুই সিজদার মাঝে সোজা হয়ে বসা।

৬.৩/৪ রাকাত বিশিষ্ট নামাজে প্রথম ২রাকাতের পর বসা।

৭.উভয় বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া।

৮.ইমামের জন্য কেরাত আস্তে বা জোরে পড়া (ফযর, মাগরিব ও ইশার নামাযের কেরাত জোরে পড়া। আসর ও যোহরের কেরাত আস্তে পড়া)

৯.বিতরের নামাযে দোয়া কুনুত পড়া।

১০. ২ঈদের নামাযে ৬ তাকবীর বলা।

১১. প্রতি ফরজ নামাযের প্রথম দুই রাকাতে কেরাত করা।

১২. প্রত্যেক রাকাতের ফরজ সমূহের তারতীব ঠিক রাখা।

১৩. প্রত্যেক রাকাতের ওয়াজিব সমূহের তারতীব ঠিক রাখা।

১৩. সালাম দিয়ে নামাজ শেষ করা।

নামাযের সুন্নাহসমূহ:

১.তাকবীরে তাহরিমার সময় মাথা না ঝুকিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

২.তাকবীরে তাহরিমার পূর্বে দুই হাত কান বরাবর উঠানো।

৩.দুই হাত উঠানো অবস্থায় দুই হাতের তালু ও আঙ্গুল সমূহ কেবলামুখী করা।

৪.দুই হাতের আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিক রাখা।

৫.ডান হাত বাম হাতের উপর নাভির নিচে রাখা।

৬.ডান হাতের তালু বাম হাতের কব্জির উপর বৃদ্ধাঙ্গুল ও কনিষ্ঠাঙ্গুল দ্বারা হালকা করে ধরে রাখা।

৭.হাত বাধার পর ছানা পড়া।

৮.সূরা ফাতিহার পূর্বে তাউজ ও তাসমিয়া বলা।

৯.সূরা ফাতিহার শেষে নিম্নস্বরে আমিন বলা।

১০.দাঁড়ানো অবস্থায় দুই পায়ের মাঝে চার আঙ্গুল ফাঁকা রাখা।

১১.শুধু ফজর নামাজে প্রথম রাকাত দ্বিতীয় রাকাত অপেক্ষা দীর্ঘ করা।

রুকুর তাসবীহ বলা

১২.রুকু অবস্থায় দুই হাত দ্বারা দুই হাটু ধরা ও আঙ্গুলগুলো ফাঁকা রাখা,

পিঠ বিছিয়ে দেয়া, মাথা নিতম্বের বরাবর করা ও রুকু অবস্থায় পা খাড়া রাখা।

১৩.কমপক্ষে তিনবার রুকুর তাসবিহ পড়া।

১৪.রুকু থেকে মাথা তোলার সময় ইমামের সামিআল্লাহু লিমান হামিদা বলা, মুক্তাদির নিম্ন স্বরে রব্বানা লাকাল হামদ বলা।

১৫.সিজদার তাসবীহ বলা।

১৬.সিজদার সময় চেহারা দুই হাতের মাঝখানে রাখা।

১৭.হাতের আঙ্গুল মিলিয়ে রাখা।

১৮.দুই পায়ের আঙ্গুল কিবলামুখি করে রাখা।

১৯.তুমি সিজদার মাঝে দুই হাত উরুর উপর রাখা।

২০.তাশাহুদে তর্জনী দ্বারা ইশারা করা (লা ইলাহা বলার সময় তর্জনী উঠাবে ইল্লাল্লাহ বলার সময় নামিয়ে ফেলা)।

২১.সালাম ফিরানোর সময় প্রথমে ডান দিকে পরে বাম দিকে মুখ ফিরানো ।

২২.ইমামের সালাম ফেরানো উচ্চস্বরে মুক্তাদির নিম্নসারে বলা।

২৩.প্রথম সালাম অপেক্ষা দুইটা সালামের স্বর নিচু করা।

২৪.মুক্তাদির সালাম ইমামের সালামের সাথে সাথে হওয়া।

নামাজের মুস্তাহাব সমূহ :

১.তাকবীরে তাহরিমা সময় পুরুষের দুই হাত চাদরের নিচ বা জামার আস্তিন থেকে বের করা

২.দাঁড়ানো সময় দৃষ্টি সেজদার স্থানে থাকা

৩.রুকু অবস্থায় দৃষ্টি পায়ের পাতার পিঠের উপর রাখা

৪.সিজদার সময় বৃষ্টি নাকের ডগার উপর রাখা

৫.বসা অবস্থায় দৃষ্টি কোলের উপর রাখা

৬.সালামের সময় দৃষ্টি দুই কাঁধের উপর রাখা

৭.যথাসম্ভব হাই কাশি চেপে রাখা

৮.হাই দিলে মুখ বন্ধ রাখা

নামাজ ভঙ্গকারী বিষয় সমূহ

১.নামাজের কোন একটি ফরয আদায় না করা

২.নামাজে কথা বললে

৩.দুনিয়াবি কথার সাথে সাদৃশ্য রাখে এমন দোয়া করা

৪.সালাম আদান প্রদান করা

৫.আমলে কাছির (যে কাজ করলে দর্শক তাকে নামাজী মনে করে না) করা

সিনা কিবলা থেকে ঘুরে যাওয়া

৬.খাওয়া ও পান করা

৭.নামাজীর দাঁতের সাথে লেগে থাকা কোন খাবার ভক্ষণ করা যদিও তা মটরশুটি পরিমাণ হয়

৮.বিনা প্রয়োজনে গলা ঝাড়া দেওয়া

৯.ইচ্ছাকৃতভাবে উহ আহ শব্দ করা

১০.এক রোকন আদায় করা যায় এ পরিমাণ সময় সতর খোলা থাকা

১১.নামাজীর শরীরে বা কাপড়ে বা নামাজের স্থানে এক রোকন আদায় করা যায় এ পরিমাণ সময় নাপাকি লেগে থাকা

১২.পাগল বেহুশ হওয়া

১৩.ফজর নামাজ পড়া অবস্থায় সূর্য উঠে গেলে

১৪.ঈদের নামাজ পড়া অবস্থায় সূর্য ঢলে গেলে

১৫.জুমার নামাজ পড়া অবস্থায় আসরের ওয়াক্ত হলে

১৬.কোন কারনে অজু ভেঙ্গে গেলে

১৭.তাকবীরে তাহরিমা বলার সময় আল্লাহু আকবার এর হামজা অতিরিক্ত টেনে পড়লে

১৮.দেখে কুরআন পড়লে

১৯.কোনো রোকন নিদ্রা অবস্থায় আদায় করার পর নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে সেই রোকন পুনরায় আদায় না করলে

২০. নামাজের উচ্চস্বরে হাসলে।

যেসব কারণে নামাজ নষ্ট হয় না :

১.ভুলবশত নামাজ থেকে বের হওয়ার জন্য সালাম ফিরালে

২.নামাজীর সিজদাস্থল কেউ অতিক্রম করলে

৩.দাঁতের সাথে লেগে থাকা খাবার খেলে (মটরশুঁটির থেকে ছোট হলে)

৪.কোন লেখার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তা বুঝে নিলে।

নামাজ মাকরুহ হওয়ার কারণ সমূহ

১.ইচ্ছাকৃতভাবে সুন্নত ছেড়ে দিলে

২.কাপড় বা শরীর নিয়ে খেলা করা

৩.কোন জিনিসে হেলান দেওয়া

৪.বিনা ওজনের ঘাড় ডানে বামে ফেরানো

৫.কোন মানুষের মুখোমুখি হয়ে নামাজ পড়া

৬.পেশাব পায়খানা বায়ু চেপে রেখে সালাত আদায় করা

৭.অন্যের ভূমিতে তার সম্মতি ছাড়া সালাত আদায় করা

৮.আগুনের মুখোমুখি হয়ে সালাত পড়া

৯.নিকৃষ্ট স্থান তথা বাথরুমে নামাজ পড়া

১০.রাস্তার মধ্যখানে নামাজ পড়া

যেসব ক্ষেত্রে নামাজ ছেড়ে দেয়া ওয়াজিব/ জায়েজ:

*কোনো অন্ধ ব্যাক্তিকে পথ দেখানোর জন্য, তাকে ফেরানোর জন্য নামাজ ছেড়ে দেয়া যাবে এবং তা ওয়াজিব।

*এমন কোনো মাজলুম ব্যাক্তি যদি আসে যাকে সাহায্য করার আওকাত(সক্ষমতা) নামাজ আদায়কারীর রয়েছে, তখন নামাজ ছেড়ে দেয়া ওয়াজিব।

*চোরকে এক দিরহাম মূল্য পরিমান মাল চুরি করতে দেখলে নামাজ ছাড়া জায়েজ চাই সে মাল নিজের হোক বা অন্য কারো।

*মুসাফিরের জন্য চুরির আশঙ্কা থাকলে নামাজ বিলম্ব করার জায়েজ।

যেভাবে নামাজ পড়তে হয়:

নামাজ শুরুর পূর্বে পবিত্রতা হাসিল করে পাক পবিত্র স্থানে দাড়াতে হবে এবং যে ওয়াক্তের নামাজ পড়বে তার নিয়্যাত করতে হবে। এবং কান পর্যন্ত হাত তুলে হৃদয়ের গভীর থেকে বলবে, 'আল্লাহু আকবার'। অত:পর হাত বাঁধবে এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে হাজির হওয়ার পরিপূর্ণ ধ্যান রেখে পাঠ করবে,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرَكَ

হে আল্লাহ! তুমি পূতপবিত্র, চির প্রশংসার্হ, তোমার নাম পরম বরকতময়। তোমার মর্যাদা বড় মহিমাময়। তুমি ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই। সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৭৭৬

اعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

বিতাড়িত শয়তান থেকে আমি আল্লাহ তাআলার আশ্রয় গ্রহণ করছি।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় চির মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু করছি।

তারপর সুরা ফাতিহা পাঠ করত: কুরআনের কোনো সূরা বা এর কিছু অংশ তিলাওয়াত করতে হবে। তিলাওয়াত শেষে রুকুতে যাবে এবং অন্তত তিনবার বলতে হবে ' সুবহানা রব্বিয়াল আযীম' অর্থাৎ আমার প্রতিপালক পূত- পবিত্র। এরপর রুকু থেকে মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হবে

سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد

অর্থাৎ আল্লাহ সেই বান্দার কথা শুনছেন যে তার প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করছে। সমস্ত প্রশংসা মহান মালিকের জন্য।

অত:পর তাকবীর দিয়ে ২বার সিজদা দিবে এবং প্রতিবার সিজদায় বলবে

سبحان ربي الاعلى

অর্থাৎ মহান আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

যতোগুলো রাকাত আসবে সবগুলো একই নিয়মে পড়তে হবে শুধুমাত্র

------سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك

এই সানা প্রথম রাকাতেই পড়বে। প্রতি ২রাকাতে তাশাহহুদ পড়ার জন্য বসতে হবে।

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

সমস্ত আদব ও সম্মান, সাদাকা ও ইবাদত আল্লাহ তোমার জন্য। তোমার প্রতি হে রাসূল! আল্লাহর রহমত বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক। শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের সকলের উপর এবং আল্লাহ পাকের সকল নেক বান্দার উপর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত ইবাদতের উপযুক্ত আর কোনো মা'বুদ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। সহীহ বোখারী, হাদীস নং ৮৩১।

তিন রাকাত ও চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযে প্রথম দুই রাকাতের পর বসতে হয়। সেখানে শুধু তাশাহহুদ পড়তে হয়। আর নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর দরূদপাঠ করতে হয়।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

হে আল্লাহ! নবীজি ও তাঁর আপনজনদের উপর বিশেষ রহমত নাযিল করো, যেমন রহমত নাযিল করেছো হযরত ইবরাহীম ও তার নিকটজনদের উপর। আল্লাহ! নিশ্চই তুমি মহিমান্বিত ও প্রশংসিত। বরকত নাযিল করো হে আল্লাহ! নবীজি ও তাঁর আপনজনদের উপর, যেমন তুমি বরকত অবতীর্ণ করেছো হযরত ইবরাহীম ও তার

পরিবার-পরিজনের উপর। আল্লাহ! তুমি বড় মহিমান্বিত ও প্রশংসিত। সহীহ বোখারী, হাদীস নং ৩৩৭০

দরুদপাঠের পর দোয়া মাসুরা পাঠ করতে হয় যা মূলত নিজের জন্য দোয়া। দোয়া মাসূরা- اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيم

আয় আল্লাহ! আমি তোমার ইবাদত ও আনুগত্যে অবহেলা করে নিজের উপর বহু অন্যায় করে ফেলেছি। আর তুমি ছাড়া তো মার্জনাকারী কেউ নেই। সুতরাং একান্ত আপন অনুগ্রহে আমাকে ক্ষমা করো। আমার প্রতি দয়া করো মালিক, তুমি বড় ক্ষমাশীল, তুমি বড় দয়ালু। সহীহ বোখারী, হাদীস নং ৮৩৪।

অত:পর প্রথমে ডানে এবং পরে বামে সালাম দিয়ে নামাজ শেষ করতে হয়।

বিতর নামাযের পরিচয়:

বিতর অর্থ বিজোড়। ইশার নামাযের সাথে বিতর নামায আদায় করতে হয়। বিতর নামায ওয়াজিব। তাই এই নামায ছুটে গেলে কাযা আদায় করতে হবে। হযরত আলী (রা) বর্ননা করেন- বিতর ফরজ নামাজের মতো নয়।রাসুলুল্লাহ (সা) একে সুন্নত আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন- তিনি বিতর(বেজোড়) কে পছন্দ করেন। অতএব, হে আহলুল কুরআন তোমরা বিতর পড়ো। (আবু দাউদ ও তিরমিজি)। তিরমিজী বলেন- হাদীসটি হাসান।

বিতর নামাযের সময়: বিতর নামায সাধারণত ইশার নামাযের সাথে আদায় করতে হয়। বিতর নামাযের সময় নিয়ে কিছু হাদীসের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা এর ওয়াক্ত সম্পর্কে আরো ভালোভাবে অবগত হবো ইন শা আল্লাহ।

আম্মাজান আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাঃ রাতের বেলায় বিতর পড়তেন। রাতের প্রথম, মধ্যম, শেষাংশ ও তার বিতর প্রভাত পর্যন্ত শেষ হতো। (বুখারী ও মুসলিম)

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন- সকাল হওয়ার পূর্বে বিতর পড়ো। (আবু দাউদ ও তিরমিজি)। তিরমিজী বলেন- হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন- যে ব্যাক্তি রাতের শেষভাগে জাগতে পারবে না বলে ভয় করে তার উচিত রাতের প্রথম অংশেই বিতর আদায় করে নেয়া উচিত, আর যে ব্যাক্তি রাতের শেষভাগে জাগ্রত হওয়ার আশা পোষণ করে সে যেন রাতের শেষ ভাগেই বিতর পড়ে। কেননা রাতের শেষ ভাগে নামায পড়লে ফেরেশতারা উপস্থিত থাকে আর এটা খুবই উত্তম কথা। (মুসলিম)

বিতর নামাযের বিবিধ মাসায়েল:

*বাহন বা জন্তুর পিঠে আরোহন করা অবস্থায় বিতর নামাজ আদায় করা জায়েজ নেই। ওজর থাকলে ভিন্ন কথা।

*বিতর নামাজে দোয়া কুনুত পড়া ওয়াজিব

*কেউ যদি দোয়া কুনুত পড়তে ভুলে যায় এবং তা রুকুতে গিয়ে মনে পড়ে তখন তাকে সাহু সিজদা দিতে হবে।

*রমজান মাসে জামাতের সাথে বিতর নামায আদায় অপেক্ষা শেষ রাত্রিতে একা আদায় করা উত্তম।

জুম'আর নামাজ

দিন সমূহের জুমার দিন শ্রেষ্ঠ। রাসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার দিনকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। জুমআর দিন মসজিদে আসার পূর্বে তিনি গোসল করতেন এবং সুগন্ধি লাগাতেন।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ‘ قَالَ: الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.

“আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। নবীজী বলেন, জুমআর দিন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির উপর গোসল আবশ্যক।” -সহীহ বুখারী (৮৫৮, ৮৭৭, ৮৮০), সহীহ মুসলিম (৮৪৬)।

হাদীসে এসেছে-

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاسْتَاكَ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كانَ عِنْدَهُ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ المسْجِدَ وَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ ثُمَّ رَكَعَ مَا شَاءَ الله أَنْ يَرْكَعَ ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ كانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى.

“জুমআর দিন যে গোসল করে এবং মেসওয়াক করে, এরপর সুঘ্রাণ গ্রহণ করে যদি তার কাছে থাকে, এরপর উত্তম পোষাক পরিধান করে ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে যায়, কারো কাঁধ ডিঙিয়ে যায় না, এরপর আল্লাহর যা ইচ্ছা নামায পড়ে, যখন ইমাম বের হন তখন নীরব থাকে, এরপর নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত কোনো কথা না বলে, তার এই জুমআ সে জুমআ থেকে অন্য জুমআ পর্যন্ত কাফফারা হবে।” -(হাদীস সহীহ)

মুসনাদে আহমাদ (১১৭৬৮), সহীহ ইবনে খুযায়মা (১৭৭৫)। দ্র. সহীহ বুখারী (৯১০), সহীহ মুসলিম (৮৫৭)।

জুম'আর নামাজ ২রাকাত(ফরজ)। রাসুলুল্লাহ সাঃ জুম'আর পূর্বে চার রাকাত এবং পরে চার রাকাত নামাজ আদায় করতেন। জুমআর নামায যাওয়ালের কিছু সময় পরে শুরু করতেন এবং জুমআর পূর্বে দুইটি সংক্ষিপ্ত খুতবা দিতেন। নবীজী খুতবায় কিছু আয়াত তিলাওয়াত করতেন, লোকদের উপদেশ দিতেন। তাঁর খুতবা ছিলো সংক্ষিপ্ত, তাঁর নামায ছিলো অন্য সময়ের তুলনায় সংক্ষিপ্ত।" -(হাদীস সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (২০৯৪৯), সহীহ মুসলিম (৮৬৬), সুনানে নাসাঈ (১৫৮২)। দ্র. সুনানে নাসাঈ (১৪১৪)। খুতবা শেষে মিম্বার থেকে অবতরণ করতেন। কাতার সোজা হলে নামায শুরু করতেন। দু'রাকআত নামায পড়াতেন। নামাযে কিরাআত উচ্চ স্বরে পড়তেন। জুমআর পর চার রাকআত নামায আদায় করতেন।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‘:إِذَا صَلَّيْتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلُّوا أَرْبَعًا.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা যখন জুমআর পর নামায পড়বে তখন চার রাকআত নামায পড়ো।" -সহীহ মুসলিম (৮৮১), সুনানে আবু দাউদ (১১৩১), সুনানে ইবনে মাজাহ (১১৩২)।র্

إِنَّ النَّبِيَّ ‘ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِيْ بَيْتِهِ.

"নবীজী জুমআর পর ঘরে দুই রাকআত নামায পড়তেন।" -সহীহ মুসলিম (৮৮২), সুনানে আবু দাউদ (১১৩২)।

বিভিন্ন প্রকার সুন্নত/ নফল নামাজ এবং ফজিলত ও বিবিধ আলোচনা

ফরজ ও ওয়াজিব সালাত ব্যতীত শরীয়তসিদ্ধ অন্যান্য সালাতকে নফল সালাত বলে। নফল নামাজ সমূহ রব্বের সাথে বান্দার সম্পর্কের ভীত মজবুত করে। নফল নামাজ ফরজ নামাজের ত্রুটি সমূহ বিচ্যুত করে।।

নিম্নে আমরা কিছু নফল নামাজ নিয়ে আলোচনা করবো ইন শা আল্লাহ।

• তাহিয়্যাতুল মাসজিদ: মসজিদে প্রবেশের পর পর না বসে দাঁড়ানো থেকেই এই নামাজ আদায় করতে হয়। তাহিয়্যাতুল মাসজিদ নামাজ ২রাকাত। আসর বা ফজরের পর/পূর্বে আদায় করবে না। হাদীসে এসেছে, হযরত আবু কাতাদাহ রা. থেকে বর্ণিত , রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন- তোমাদের মধ্যকার কোনো ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে ২রাকাত নামাজ না পড়া পর্যন্ত বসবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

তাহিয়্যাতুল ওজু: তাহিয়্যাতুল ওজুর নামাজের গুরুত্ব অনেক। এই নামাজ ২ রাকাত। ওজুর পর পর এই নামাজ আদায় করতে হয়। কোনো ব্যাক্তি ওজুর পর পর ফরজ সালাত আদায় করে তবে সে তাহিয়্যাতুল ওজুর নামাজের নেকি পেয়ে যাবে ইন শা আল্লাহ।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসুলুল্লাহ সাঃ হযরত বেলাল রা. কে বলেন- হে বেলাল! তুমি আমায় নিজের এমন আমলের কথা বলো যা ইসলামে অধিক আশাব্যঞ্জক। এই জন্য যে আমি নিজের আগে জান্নাতে তোমার জুতার শব্দ শুনেছি। বিলাল রা. জবাব দিলেন- আমি রাত দিনে যখনি ওজু করেছি, তখন আমার জন্য

যতটা নামাজ নির্ধারিত ছিলো, ততটা নামাজই আদায় করেছি। আমার মতে, আমি ইসলামে এর চেয়ে বেশি আশাব্যঞ্জক কোনো আমল করিনি।(বুখারী ও মুসলিম)। এই হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে এই নামাজের বদৌলতে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। ইন শা আল্লাহ।

ইশরাক: ইশরাক নামাজের অনেক ফজিলত রয়েছে। ফজরের নামাজের পর নামাজের স্থানেই বসে দোয়া, ইস্তিগফার ইত্যাদি আমলে রত থেকে সূর্য উদয়ের পর ২/৪ রাকাত নামাজ আদায় করলে পূর্ন হজ্জ ও উমরার নেকী পাওয়া যাবে। এই নামায আদায় করলে জাহান্নামের আগুন ইশরাক নামাজ আদায়কারীর চামড়া স্পর্শ করবে না।

হযরত আবু দারদা (রা) হতে বর্নিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন- হে আদমের সন্তান, দিনের শুরুতে চার রাকাত পড়িতে অক্ষম হইয়ো না, আমি তোমার সারাদিনের কাজ সম্পন্ন করে দিবো(মুসনাদে আহমাদ)

দোহা: দোহার নামাযের অন্য নাম চাশতের নামাজ। সূর্য উর্ধে ওঠা থেকে হেলে যাওয়া অব্দি এই নামাযের সময়সীমা। হযরত আবু হুরায়রা রা কে রাসুলুল্লাহ সাঃ এই নামায না ছাড়তে আদেশ দিয়েছেন। দোহার সালাতের ফজিলত নিয়ে রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন- তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির দেহের গ্রন্থিগুলোর উপর সকাল থেকেই সাদাকাহ করা ওয়াজিব। অতএব, সুবহানাল্লাহ বলা সাদাকাহ, আলহামদুলিল্লাহ বলা সাদাকাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলা সাদাকাহ, আল্লাহু আকবর বলা সাদাকাহ, নেক কাজের আ আদেশ দেয়া সাদাকাহ, বদ কাজ থেকে বিরত রাখা সাদাকাহ আর ওই সবের পক্ষ থেকে ২রাকাত দোহার সালাত আদায় যথেষ্ট। (মুসলিম)

আবু হুরায়রা রা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করছেন, যে চাশতের ২রাকাত পড়ার এহতেমাম করে তার গুনাহ মাফ করে দেয়া হয় যদিও তা সমুদ্রর ফেনা সমতূল্য হয়(ইবনে মাজাহ)

দোহার নামাজ ২/৪/৬/৮ রাকাত করে আদায় করা যায়। তবে ৮রাকাত আদায় করা উত্তম।

আওয়াবীন: মাগরিবের ফরজ ও সুন্নত পড়ার পর থেকে ইশার সময় হবার পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত এই নামাজ পড়া যায়। ৬রাকাতের ফজিলত সম্পর্কে হাদীসে এসেছে। আওয়াবীন নামাজ আদায়কারী ১২বছরের ইবাদতের নেকী পাবে।

কিয়ামুল লাইল(তাহাজ্জুদ) : তাহাজ্জুদ বান্দার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক build up করে। এই নামাজ জান্নাতী মুমিন বান্দাদের আমল। তাহাজ্জুদ দ্বারা রব্বের নৈকট্য লাভ, গুনাহ মাফ হয় ও গুনাহ থেকে বেচে থাকা যায়। সহীহ মুসলিমে এসেছে, ফরজ নামাযের

পর সর্বাপেক্ষা উত্তম নামায রাতের নামায। মুমিনের বুযুর্গী তাহাজ্জুদের মধ্যে নিহিত। আল্লাহ কুরআনে বলছেন-

وَ مِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ﴿٧٩﴾

আর রাতের কিছু অংশ কুরআন নিয়ে জাগ্রত থাকুন তা আপনার জন্য অতিরিক্ত ইবাদত। আশা করা যায় আপনার রব্ব আপনাকে মাকামে মাহমুদে অধিষ্ঠিত করবেন। সূরা ইসরা-৭৯

তাফসিরে উসমানীতে শাহ আবদুল কাদের লিখেন, অর্থাৎ ঘুম থেকে জেগে তাহাজ্জুদে কুরআন পড়ুন। আপনার প্রতি সবচেয়ে জোরালো ভাবে এই আদেশ করা হয়েছে কেননা আপনার মর্যাদাও সবচেয়ে বেশি।

তাহাজ্জুদ আদায়কারীদের সম্পর্কে আল্লাহ আরো বলেন:

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّ طَمَعًا ۫ وَّ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿١٦﴾

- আর তারা রাতের সামান্য অংশে শয়ন করে (সূরা সাজদা ১৬)

তাহাজ্জুদ সম্পর্কিত কতিপয় হাদীস

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস রা. বর্ননা করেন, রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন- হে আব্দুল্লাহ! তুমি অমুক লোকের মতো হয়ো না যে রাতের বেলায় জেগে তাহাজ্জুদ পড়তো তারপর এক পর্যায়ে সে রাতের বেলা জেগে থাকা একেবারে বাদ দিলো।(বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস রা. বর্ননা করেন, রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন- আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় হচ্ছে দাউদ (আ) এর নামায ও তার কাছে অধিক প্রিয় রোযা হচ্ছে দাউদ (আ) এর রোযা। তিনি অর্ধেক শয়ন করতেন, এক তৃতীয়াংশ

কিয়াম করতেন, এক ষষ্টাংশ বিশ্রাম করতেন এবং একদিন পর পর রোযা রাখতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত জাবির রা বর্ননা করেন, রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, প্রত্যেক রাতে এমন একটি সময় রয়েছে যে কোনো মুসলিম অই সময়ে আল্লাহ পাকের কাছে ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল কামনা করলে আল্লাহ সেটা মঞ্জুর করেন। আর এই সময়টা প্রতি রাতেই আসে।(মুসলিম)

হযরত আয়েশা রা থেকে বর্নিত, রাসুলুল্লাহ সাঃ রাতের প্রথম ভাগে শুয়ে পড়তেন এবং শেষভাগে নামায পড়ার জন্য উঠতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বর্ননা করেন রাসুলে পাক (সা) বলেছেন- হে লোকেরা! সালামের বিস্তার করো, লোকেদের খাওয়াও, রাতে যখন লোকেরা শুয়ে থাকে তখন নামায আদায় করো। তাহলে তোমারা শান্তির সাথে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। (তিরমিযী)

তিরমিযীর মতে, হাদিসটি হাসান ও সহীহ।

সালাতুত তাসবীহ: নবীজী ﷺ স্বীয় চাচা আব্বাস রা.-কে সালাতুত তাসবীহ শিক্ষা দিয়েছেন এবং প্রতিদিন একবার পড়তে বলেছেন। সম্ভব না হলে সপ্তাহে একবার, তাও সম্ভব না হলে মাসে একবার, এরপরও সম্ভব না হলে বছরে একবার। ন্যূনতম জীবনে একবার পড়তে বলেছেন।

-(সহীহ) সুনানে আবু দাউদ (১২৯৭), সুনানে ইবনে মাজা (১৩৮৭), সহীহ ইবনে খুযায়মা (১২১৬)।

নবীজী ﷺ স্বীয় চাচাকে নামাযের পদ্ধতি এভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, চার রাকআতের নিয়ত করবেন, কিয়াম, কিরাআত, রুকূ, সেজদা স্বাভাবিক নামাযের ন্যায় করবেন। প্রত্যেক রাকআতে এভাবে তাসবীহ পড়বেন, প্রথম রাকআতে কিরাআত শেষ করে দাঁড়িয়ে-

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

পনেরো বার পড়বেন। এরপর রুকূতে গিয়ে উক্ত তাসবীহ দশবার বলবেন। রুকূ থেকে দাঁড়িয়ে দশবার পড়বেন। এরপর সেজদায় দশবার পড়বেন। সেজদা থেকে উঠে দশবার পড়বেন। দ্বিতীয় সেজদায় দশবার পড়বেন। সেজদা থেকে উঠে বসা অবস্থায় দশবার পড়বেন। এরূপ প্রতি রাকআতে উক্ত তাসবীহটি পঁচাত্তরবার পড়বেন। এভাবে চার রাকআত পূর্ণ করে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবেন।

ইস্তেখারার নামাজ:

আল্লাহর থেকে সাহায্য প্রাপ্তি ও কোনো বিষয় নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগলে এই নামাজ আদায় করতে হয়। ২রাকাত নফল নামাজ পড়ার পর নির্ধারিত দোয়া পড়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। দোয়াটি হচ্ছে-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي

হযরত জাবির রা. বলেন, নবীজী ﷺ আমাদেরকে এমনভাবে ইসতিখারার নামায শেখাতেন, যেভাবে কুরআন শেখাতেন। নবীজী ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার ইচ্ছে করে তখন সে যেন দু'রাকাত নামায পড়ে উক্ত দুআ পড়ে। সহীহ বুখারী (৬৩৮২), সুনানে আবু দাউদ (১৫৩৮), মুসনাদে আহমাদ (১৪৭০৭)।

দুআতে هَذَا الْأَمْر বলার সময় ঐ কাজের নাম উল্লেখ করবে বা মনে মনে ঐ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করবে।

তাওবার নামাজ:

মানুষের স্বভাবজাত ফিতরাত হচ্ছে মানুষ গুনাহ করবে। আল্লাহর রাসুল (সা) গুনাহ হয়ে গেলে ২রাকাত নামাজ পড়ে তাওবা করতে উৎসাহ দিয়েছেন। এটাও ২রাকাত করে আদায় করতে হয় এবং তাওবা ইসতিগফার করবে । হাদীসে এসেছে-

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى لِذَلِكَ الذَّنْبِ إِلَّا غَفَرَ لَهُ.

"কোনো মুসলমান যদি কোনো গোনাহ করে এরপর অযু করে দুই রাকআত নামায পড়ে, এরপর সে গোনাহের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ অবশ্যই তাকে ক্ষমা করবেন।" -(সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (৪৭), সুনানে আবু দাউদ (১৫২১), সুনানে তিরমিযী (৪০৬)।

নামাযের গুরুত্ব ও ফজিলত :

তাওহীদ ও রিসালাতের পর পরই নামাজ ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি রুকন। রাসুলুল্লাহ সাঃ ঈমানের পর পরই নামাজের কথা উল্লেখ করেছেন।

রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন- সবকিছুর মূল হচ্ছে ইসলাম আর নামাজ হচ্ছে ইসলামের খুঁটি। আল্লাহর কাছে সবথেকে প্রিয় ইবাদত হচ্ছে নামাজ। নামাজ যে আল্লাহর সবথেকে প্রিয় ইবাদত তার প্রনান এই হাদীস্টিই

আবদুল্লাহ (রাঃ)] ইবনু মাস্’ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ কাজ (’আমল) আল্লাহর কাছে বেশী প্রিয়? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, সঠিক সময়ে সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায় করা। আমি বললাম, এরপর কোন্ কাজ? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোন্ কাজ? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। রাবী [ইবনু মাস্’ঊদ (রাঃ)] বলেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে এসব উত্তর দিলেন। আমি যদি আরও জিজ্ঞেস করতাম, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে আরও কথা বলতেন। (বুখারী ও মুসলিম)[

নামাজ এমন ইবাদত যেখানে বান্দা আল্লাহর সাথে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করে। নামাজ বান্দার সাথে আল্লাহর কথোপকথন। নামাজ আল্লাহর নৈকট্য পাওয়ার মাধ্যম। নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে বান্দার মর্যাদা উন্নীত হয়। নামাজ আদায়কারী আল্লাহ আপন জিম্মাদারিতে নিয়ে নেন।

•একজন মুসলিমের জীবনে নামাজের অনেক প্রভাব রয়েছে। নামাজ সব ধরনের ফাহেশা-অশ্লীল কাজ থেকে বাঁচায়। নামাজ অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে, কোমল করে,অন্যায় অপরাধ থেকে ব্যাক্তিকে রক্ষা করে।

আল্লাহ কুরআনে বলছেন-

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ

নিশ্চয়ই সালাত অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে। -সূরা আনকাবূত (২৯) : ৪৫

আল্লাহর নবী হযরত শুআইব আ. যখন তাঁর জাতিকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন এবং মাপে কম দেয়াসহ সকল প্রকার অনাচার পরিহার করে পূত-পবিত্র জীবন যাপনের আহ্বান জানালেন তখন তাঁর অবাধ্য সম্প্রদায় তার প্রতি আপত্তি জানিয়ে বলল-

اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ

তোমার ‘সালাত’ কি তোমাকে এই নির্দেশই দেয় যে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের উপাস্য বস্তুকে ত্যাগ করব কিংবা আমরা বিরত থাকব আমাদের ধন-সম্পদ নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করা থেকে? তুমি তো বেশ বুদ্ধিমান ও ধার্মিক লোক! [সূরা হূদ (১১) : ৮৭]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত সুফিয়ান রাহ. বলেন, আল্লাহর শপথ, নিশ্চয়ই সালাত (ভালো কাজের) আদেশ এবং (মন্দ কাজ থেকে) নিষেধ করে। -তাফসীরে তবারী ১৮/৪০৯

•আদম সন্তানের কৃত ইবাদতের একমাত্র হকদার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা। সর্বোত্তম ইবাদত সেই সালাতই শিক্ষা দেয় যে বান্দা এমন এক রব্বের ইবাদত করছে যিনি তার সৃষ্টিকর্তা, যিনি অশ্লীলতার কাছেও যেতে নিষেধ করেছেন। এভাবে বান্দা অন্যায় থেকে নিজেকে বাচিঁয়ে চলে। সালাত গুনাহ মুছে দেয়। এর প্রমান পাই আমরা রাসুলুল্লাহ সাঃ এর এই হাদিসে-

কুতায়বা (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কারো গৃহদ্বারে যদি নহর (প্রবাহিত) থাকে এবং সে

যদি তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তবে কি তার শরীরে কোন প্রকার ময়লা থাকতে পারে? সাহাবায়ে কিরাম বললেন, না, তার শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের দৃষ্টান্তও এরূপ। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের দ্বারা আল্লাহ্ গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেন।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَىْءٌ." قَالُوا لاَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَىْءٌ قَالَ فَكَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا

اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شىء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا

সহিহ, ইরউয়াউল গালীল হাঃ ১৫, বুখারী হাঃ ৫২৮ , মুসলিম (ইসলামিক সেন্টার) হাঃ ১৪০৬

হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih)

বর্ণনাকারীঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ)

• কুফর অর্থ অস্বীকার করা, অবিশ্বাস করা, অবাধ্য হওয়া ইত্যাদি । আল্লাহ তায়ালার মনোনীত দীন ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর কোনো একটিরও প্রতি অবিশ্বাস করাকে কুফর বলা হয় ।

কুফর হলো- ইমানের বিপরীত । যে ব্যক্তি কুফরে লিপ্ত হয় তাকে বলা হয় কাফির । নামায এই কুফরের মাঝে পার্থক্যকারী। নামাজ অ কুফর একইসাথে অবস্থান করতে পারে না। একজন মুসলিমের সাথে একজন কাফেরের পার্থক্য নির্ধারণ করে দেয় নামাজ। যার নামাজ নেই, ইসলামে তার কোনো অংশ নেই। হাদীসে এসেছে-

হুসায়ন ইবনু হুরায়স (রহঃ) ... বুরায়দা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাদের এবং কাফিরদের মধ্যে পার্থক্যকারী আমল হল সালাত। যে সালাত ছেড়ে দিল সে কুফরী করল।

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ " . َ

اخبرنا الحسين بن حريث قال انبانا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر

সহিহ, ইবনু মাজাহ হাঃ ১০৭৯

হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih)

বর্ণনাকারীঃ বুরায়দাহ ইবনু হুসাইব আল-আসলামী (রাঃ)

নবীজী (সা) আরও ইরশাদ করেন,

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ

কোনো বান্দা আর কুফর-শিরকের মাঝে পার্থক্য বোঝা যাবে তার নামায তরকের দ্বারা। সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৪

•কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার নামাজের হিসাব নেয়া হবে। কিয়ামতের দিন নামাজ আদায়কারীর জন্য আলো ও ছায়া হবে। সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব নেয়ার ব্যাপারে হাদীসে এসেছে-

আবূ দাঊদ (রহঃ) ... হুরায়স ইবনু কাবীসাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি মদিনা এসে আল্লাহ্র নিকট দোয়া করি, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে একজন সৎ সঙ্গী দান করুন। তারপর আমি এসে আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর মজলিসে বসলাম এবং তাঁকে বললাম যে, আমি মহান আল্লাহ্র নিকট একজন সৎ সঙ্গী পাওয়ার জন্য

দোয়া করেছি। অতএব আপনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট থেকে শোনা এমন একটি হাদিস আমাকে বর্ণনা করুন যা দ্বারা আল্লাহ্ আমাকে উপকৃত করবেন।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম তাঁর বান্দা থেকে সালাতের হিসাব নেওয়া হবে। সালাত যথাযথভাবে আদায় হয়ে থাকলে সে সফল হবে ও মুক্তি পাবে। সালাত যথাযথ আদায় না হয়ে থাকলে ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস হবে। হাম্মাম বলেন, 'আমি জানি না- এটা কাতাদার কথা না হাদিসের অংশ। যদি ফরয সালাত কিছু কম হয়ে থাকে তবে আল্লাহ্ (ফেরেশতাদের) বলবেন, আমার বান্দার কোন নফল সালাত আছে কি না? থাকলে তা দ্বারা ফরয পূর্ণ করে দেওয়া হবে। এরপর অন্যান্য আমলের ব্যাপারেও একই অবস্থা হবে।

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ، - هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ الْخَزَّازُ - قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ قَبِيصَةَ، قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ قَالَ قُلْتُ اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيسًا صَالِحًا فَجَلَسْتُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ فَقُلْتُ إِنِّي دَعَوْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُيَسِّرَ لِي جَلِيسًا صَالِحًا فَحَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ . قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ بِصَلاَتِهِ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ " . قَالَ هَمَّامٌ لاَ أَدْرِي هَذَا مِنْ كَلاَمِ قَتَادَةَ أَوْ مِنَ الرِّوَايَةِ " فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَىْءٌ قَالَ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلُ بِهِ مَا نَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ " . خَالَفَهُ أَبُو الْعَوَّام. ِ

اخبرنا ابو داود قال حدثنا هارون هو ابن اسماعيل الخزاز قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن حريث بن قبيصة قال قدمت المدينة قال قلت اللهم يسر لي جليسا صالحا فجلست

الى ابي هريرة رضى الله عنه قال فقلت اني دعوت الله عز وجل ان ييسر لي جليسا صالحا فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله ان ينفعني به قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول ما يحاسب به العبد بصلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر قال همام لا ادري هذا من كلام قتادة او من الرواية فان انتقص من فريضته شيء قال انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما نقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على نحو ذلك خالفه ابو العوام

সহিহ, ইবনু মাজাহ হাঃ ১৪২৫

হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih)

•কিয়ামতের দিন বেনামাজির অবস্থা হবে করুণ ভয় ও লজ্জায়। তারা অপদস্থ ও লাঞ্চনার শিকার হবে। তাদের অবস্থা সম্পর্কে কুরআনে এসেছে-

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ .خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ

কেয়ামতের সেই কঠিন দিনে যখন আল্লাহ তাআলার বিশেষ নূর প্রকাশ পাবে এবং সকল মানুষকে সিজদায় পড়ে যেতে বলা হবে, তখন (যে খোশনসীব দুনিয়াতে নামায পড়তো, সে তো সিজদায় পড়ে যাবে। কিন্তু) যারা নামায পড়তো না, তারা সিজদার জন্য ঝুঁকতেই পারবে না। (কারণ তাদের কোমরকে কাঠের মতো শক্ত করে দেওয়া হবে।) ভয় ও লজ্জার কারণে তাদের চক্ষু অবনমিত থাকবে। লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার আযাব তাদেরকে ঘিরে ফেলবে। এ শাস্তি এই জন্য যে, দুনিয়াতে তাদেরকে সিজদার প্রতি আহ্বান করা হতো, যখন তারা সুস্থ সবল ছিলো। তা সত্ত্বেও তারা সিজদায় ঝুঁকে পড়তো না।(সূরা কলাম ৪২-৪৩).

অন্যত্র এসেছে-

مَا سَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ﴿٤٣

কেন তোমরা সাকার নামক জাহান্নামে এলে? তারা বলবে, আমরা তো নামাজি ছিলাম না। (সুরাহ মুদ্দাসসির ৪২-৪৩)

বেনামাজি সম্পর্কে হাদিসে এসেছে-

যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ফরজ নামাজ ত্যাগ করল তার ওপর আল্লাহতায়ালার কোনো জিম্মাদারি থাকল না।' (মুসনাদ আহমাদ, হাদিস : ৫/২৩৮)

আল্লাহ আমাদের সকলকে এই লাঞ্চনা থেকে হেফাজত করেন।

• জামাতে নামাজ আদায় করার ফজিলত : নামাজের আসল মাহাত্ম্য পাওয়া যায় জামাতের সাথে সালাত আদায় করে। রাসুলুল্লাহ সাঃ জামাতে নামাজ আদায়ের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বারোপ করছেন। জামাতে নামাজ পড়ার গুরুত্ব আমারা একটা হাদিসে লক্ষ করলে বুঝতে পারবো। হাদিসটি হলো- وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ، فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ

আমার ইচ্ছা হয় এদের ঘরদোরে আগুন লাগিয়ে দিই। সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫২

•জামাতে নামাজ পড়ার বিশেষ ফজিলতের কথাও হাদিসে বর্ণনা করা হয়েছে। কাসীর ইবনু উবায়দ (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ একা সালাত আদায় করার চেয়ে জামাআতে সালাত আদায় করা পঁচিশ গুন বেশি শ্রেষ্ঠ। রাত ও দিনে (আগমনকারী) ফেরেশতাদের দল ফজরের সালাতের সময় একত্রিত হয়।

সুতরাং এতদ্বিষয়ে তোমরা এই আয়াতটি তিলাওয়াত করতে পারঃ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

[এবং কায়েম করবে ফজরের সালাত, ফজরের সালাত পরিলক্ষিত হয় বিশেষ ভাবে। (বানী ইসরাইল : ৭৮)]

أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " تَفْضُلُ صَلاَةُ الْجَمْعِ عَلَى صَلاَةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا وَيَجْتَمِعُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا " .(

اخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاة الجمع على صلاة احدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا ويجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر واقرءوا ان شئتم وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا

সহিহ, ইবনু মাজাহ হাঃ ৭৮৭, বুখারি হাঃ ৬৪৮, মুসলিম (ইসলামিক সেন্টার) হাঃ ১৩৫৮

হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih)

বর্ণনাকারীঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ)

•নামাজ জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম: হাদীসে এসেছে-

মুহাম্মদ ইবনু উসমান (রহঃ) ... আবূ আইয়ূব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যাক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন, যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাঁর সঙ্গে কিছু শরীক করবে না। সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে। (জবাব দেয়ার পর) প্রশ্নকারীকে বললেন, উটের

লাগাম ছেড়ে দাও। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন উটের উপর সওয়ার হয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُوهُ، عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَعْبُدُ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ ذَرْهَا " كَأَنَّهُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

اخبرنا محمد بن عثمان بن ابي صفوان الثقفي قال حدثنا بهز بن اسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله وابوه عثمان بن عبد الله انهما سمعا موسى بن طلحة يحدث عن ابي ايوب ان رجلا قال يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيىا وتقيم الصلاة وتوتي الزكاة وتصل الرحم ذرها كانه كان على راحلته

সহিহ, বুখারী হাঃ ৫৯৮৩, মুসলিম (ইসলামিক সেন্টার) হাঃ ১২

হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih)

বর্ণনাকারীঃ আবূ আইয়ুব আনসারী (রাঃ)

•নবীজী (সা) কোনো সমস্যায় পড়ে গেলে তৎক্ষনাৎ নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন। নবীজী (সা) উপদেশ দিয়েছেন কেউ কোনো সমস্যায় পড়ে গেলে সে যেন ভালোভাবে অজু করে, পূর্ণ মনোযোগের সাথে দুই রাকাত নামাজ পড়ে। নামাজের গুরুত্ব বোঝাতে রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেন-নবীগণ যখন কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতেন তখন নামায পড়তেন।

كَانُوا يَفْزَعُوْنَ إِذَا فَزِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ.

"তাঁরা বিচলিত হলে নামাযের আশ্রয় গ্রহণ করতেন।" -(সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (১৮৯৩৭), মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা (৩০১২২), সুনানে কুবরা-নাসাঈ (১০৪৫০)।

•নামাজের গুরুত্ব আমরা বুঝতে পারি নবীজী (সা) সর্বশেষ আদেশ থেকে, নবীজী (সা) তার ওফাতের পূর্ব মূহুর্তে পর্যন্ত উম্মতকে সালাতের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। এই থেকেই বুঝে আসে সালাতের গুরুত্ব কতটুকু।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে ইরশাদ করেছেন-

جُعِلَتْ قُرّةُ عَيْنِي فِي الصّلَاةِ.ِ

সালাতেই দান করা হয়েছে আমার চক্ষুর শীতলতা। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১২২৯৩; সুনানে নাসাঈ, হাদীস ৯৩৪০

অন্য হাদীসে বেলাল রা.-কে সম্বোধন করে বলেছেন,

يَا بِلَالُ! أَقِمِ الصّلَاةَ، وَأَرِحْنَا بِهَا.

সালাতের ব্যবস্থা করে আমাকে শান্তি দাও, হে বেলাল!। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৯৮৫

পরিশেষে একটা হাদীস দিয়ে শেষ করছি,

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমু’আহ্ হতে অপর জুমু’আহ্ পর্যন্ত এবং এক রমাযান হতে আরেক রমাযান পর্যন্ত সব গুনাহে্র কাফফারাহ্ হয়, যদি কাবীরাহ্ (কবিরা) গুনাহসমূহ থেকে বেঁচে থাকা হয়। (মুসলিম)[1]

পরিশিষ্ট :

আল্লাহর হক আদায় করতে হয় সিজদা দিয়ে, আর নামাজই একমাত্র মাধ্যম যেখানে বান্দা তার রব্বকে সিজদা করে। কারো হক্ক নষ্ট করলে হাশরের দিন সেটার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। একই ব্যাপার আল্লাহর হক্কের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আল্লাহর হক্ক আদায় না করলে আল্লাহ মহাহাশরের দিন পাকড়াও করবেন। নামাযের মাধ্যমে অন্তরে সুকুন পাওয়া যায়, মহান রব্বের অনুগত বান্দা হওয়া যায় এবং তার নৈকট্য পাওয়া যায়। আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি পেলে জান্নাত পাওয়া যাবে।